প্রথম আলো

তারিখ 18 NOV 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

রাজধানীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

ছুটির দিনে, ক্লাস পরীক্ষা, কেউ খুশি কেউ দুশ্চিন্তায়

নিজস্ব প্রতিবেদক

অবরোধের কারণে লেখাপড়ার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে রাজধানীর বহু স্কুল-কলেজে গতকাল শুক্রবার পরীক্ষা ও ক্লাস হয়েছে। পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে খুব সন্তুষ্ট না হলেও স্কুলে আসতে পেরে অনেকে বেশ খুশি।

রাজধানীর গ্রীন রোডের ওয়াইডব্লিউসিএ হাই স্কুলে গতকাল সকালের শাখায় প্লে গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা হয়েছে। শুক্রবার ছুটির দিনেও তাই সকাল সাড়ে সাতটা থেকে স্কুলের সামনে ছিল ছেলেমেয়ে আর অভিভাবকদের ভিড়। স্কুল কর্তৃপক্ষ আগামী বোরবার থেকে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষাগুলো দুই দিন এগিয়ে গতকাল থেকে শুরু করেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ফাতিমা হালিমে গতকালের 'ফান উইথ গ্রামার' পরীক্ষা 'খুব ভালে হয়েছে।' পরীক্ষা এগিয়ে আনার কারণে তা কোনো অসুবিধা হয়নি। সে আর তার সহপাঠ অনন্যা রহমান স্কুলে আসতে পেরে খুশি, কারণ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে, খেলা করা যাবে।

কিন্তু দারুণ অসুবিধায় পড়েছে মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর দুই ছাত্র মো. মাহমুদুল ইসলাম এবং রায়হান আহম্মেদ জয়। গতকাল তাদের সঙ্গে যখন কথা হয় তখন তারা দুটো ক্লাস টেস্ট দিয়ে বের হয়েছে। আজ শনিবার এক দিনে তাদের চারটি ক্লাস টেস্ট।

মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে মো. মাহমুদুল ইসলাম বলে, 'চার-চারটা পরীক্ষা এক দিনে। এক ঘণ্টা করে পরীক্ষা, মধ্যে মাত্র দশ মিনিটের বিরতি।' তার বন্ধু রায়হান আহম্মেদ জয় বলে,

ছুটির দিনে ক্লাস পরীক্ষা কেউ খুশি কেউ দুশ্চিন্তায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

'দুটো পরীক্ষায় আমরা অভ্যস্ত। একটা পরীক্ষা দেওয়ার সময় পরের পরীক্ষাটার কথা মনে পড়ে। এখন প্রথম পরীক্ষা দেওয়ার সময় পরের তিনটের কথা ভাবতে হবে। এটা সম্ভব?'

'কাল এতগুলো পরীক্ষা, তো তোমরা বাসায় না গিয়ে রাস্তায় বসে আছো কেন?' এ প্রশ্নের জবাবে তারা উল্টো প্রশ্ন করে, 'বাসায় গিয়ে কোনটা পড়ব?'

শুধু ওয়াইডব্লিউসিএ গার্লস হাই স্কুল বা মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয় নয়, গতকাল হলিক্রস গার্লস হাই স্কুল, আর কে মিশন রোডের কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও ফুলকুড়ী নার্সারি স্কুল, ঢাকা সিটি কলেজে পরীক্ষা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। গতকাল ভিকারুননিসা নূন স্কুল, ম্যাপললিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, সালভেশন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলসহ আরও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে দেখা গেছে।

গতকাল সকালে রাজধানীর সর্বত্র দেখা গেছে, বাবা-মা বা অন্য কোনো অভিভাবক শিক্ষার্থীদের রিকশায় বা মোটরগাড়িতে করে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছেন বা গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছেন। সরকারি ছুটির দিন বলে রাস্তা একটু ফাঁকা ছিল, কিন্তু স্কুল পোশাক পরা ছেলেমেয়েদের সংখ্যা দেখে বোঝা যায় রাজধানীর বহু স্কুল গতকাল ছুটির দিনেও খোলা ছিল।

গত পরশু হলিক্রস স্কুল কর্তৃপক্ষ *প্রথম আলোকে* জানিয়েছিলেন, বাৎসরিক পরীক্ষার সময়সূচি তারা শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিয়েছেন আগেভাগে। হরতাল-অবরোধের কারণে কোনো পরীক্ষা না হলে সেই পরীক্ষা ছুটির দিনে বা অন্য কোন দিনে হবে তা স্পষ্ট করে ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সালভেশন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল স্বপন নাথ জানালেন, পাঠক্রম যতদূর সম্ভব শেষ করার জন্য তারা শুক্রবারও প্রতিষ্ঠান খোলা রেখেছেন। তাতে কিছুটা ক্ষতি পূরণ হবে বলে তারা মনে করছেন। অন্যদিকে একই প্রতিষ্ঠানের 'এ' লেভেলের ছাত্রী নাসিবা আন্নি জানায়, তাদের মতো যারা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে ছুটির দিনগুলোতে তারা কোচিং বা গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ে। ছুটির দিনে ক্লাস হলে তাদের ওই দিক থেকে ক্ষতি হবে, যা খুব কম নয় বলে সে মন্তব্য করে।